স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন, সেবাদানকারী সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণের তৎপরতা শুরু হয় ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে। রংপুর জেলার রংপুর সদর সদর উপজেলার চন্দনপাট, হরিদেবপুর, সদ্যপুষ্করিনী ও মমিনপুর এবং কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর, বালাপাড়া, শহীদবাগ ও হারাগাছ ইউনিয়নে স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চলছে। এছাড়া রংপুর সিটি কর্পোরেশনভুক্ত নিউ জুম্মাপাড়া হরিজন (সুইপার) জনগোষ্ঠীর জন্য এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো' ২০১৩ সাল পর্যন্ত 'সাক্ষরতা উত্তর মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) বা পিএলসিএইচডি-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহৃত ঘরগুলোকে কমিউনিটির নানা কাজে ব্যবহার এবং জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের জন্য গ্রাম পর্যায়ে 'কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি)' এবং ইউনিয়ন পরিষদভিত্তিক 'ইউনিয়ন ননফরমাল এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (এনআরসি) গঠন করা হয়।

এসব কেন্দ্র পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট গ্রামের জনসাধারণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় উন্নয়নের ইস্যুগুলোতে ভূমিকা রাখার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, নেটওয়ার্কিং, লিংকেজ এর সহায়তা প্রদান করছে 'স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প'। এ প্রকল্পের কারিগরী সহায়তায় পরিচালিত 'সিএলসি' এবং 'এনআরসি'-গুলোর মূল লক্ষ্য হলো– শিক্ষা ও কর্মদক্ষতায় পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি/জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের উপযোগি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সিএলসি পর্যায়ে নিরক্ষর (নারী ও পুরুষ) দের জন্য মৌলিক সাক্ষরতা, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া শিশুদের জন্য সমতুল্যমান শিক্ষা, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয় গমনোপযোগী করে তোলার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় যুব সমাজকে নিয়ে যুব ফোরাম গঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি 'সবার জন্য শিক্ষা ও উন্নয়ন' কে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের চেষ্টা চলছে এই 'স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' কর্মসূচির মাধ্যমে। 'স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' কর্মসূচির সার্বিক কাজ বাস্তবায়িত হয় **'সিএলসি'** এবং **'এনআরসি'**র মাধ্যমে।

সিএলসি কী এবং কী কাজ করে:

কমিউনিটির শিখন চাহিদা পুরনের ব্যবস্থা করা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সিএলসি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, গণসংগঠন, স্থানীয় ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম প্রতিনিধিসহ আগ্রহী সবার জন্য সিএলসি উন্মুক্ত। সিএমসি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় সিএলসির কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন সিএলসি সহায়ক।

- সাধারণত শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৯:০০ (নয়) টা থেকে রাত ৮:০০ (আট) টা পর্যন্ত কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) খোলা থাকে;
- নিরক্ষর নারীদের সুবিধাজনক সময়ে সিএলসিতে তাদেঁর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ১.৫ (দেড়) ঘণ্টা মৌলিক শিক্ষা সেশন পরিচালনা করা হয়;
- নিরক্ষর পুরুষের সুবিধাজনক সময়ে সিএলসিতে নিরক্ষর পুরুষদের তাদেঁর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ১.৫ (দেড়) ঘণ্টা মৌলিক শিক্ষা সেশন পরিচালনা করা হয়;

- ঝরেপড়া শিশুদের সুবিধাজনক সময়ে সিএলসিতে ঝরে পড়াদের শিশুদের তাদের জন্য দৈনিক ন্যূনতম ১.৫ (দেড়) ঘণ্টা নমনীয় পদ্ধতিতে সমতুল্যমান শিক্ষা সেশন পরিচালনা করা হয়;
- যথাসময়ে (পাঠ শেষে) সব শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষার আয়োজন করা হয় এবং সনদপত্র দেয়া হয়;
- নব্য-সাক্ষর, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া স্থানীয় যুব সমাজ, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে দৈনিক ১ (এক) ঘণ্টা বিষয়ভিত্তিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়;
- স্থানীয় জনসাধারণের পরিবারে বাড়তি আয়ের পথ সৃষ্টি/আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে স্থানীয় বাজার-চাহিদা মোতাবেক বৃত্তিমূলক/ দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- নারী শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় নারীদের একত্রিত করে দল গঠন ও অধিকার সচেতন করা এবং প্রতিটি দলকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সংযুক্ত করা হয়;
- সিএলসি'র শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন, সমিতির নিয়মিত সভা করা, সঞ্চয় করে সমিতির তহবিল গঠন করা এবং সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত সংযুক্ত করা হয়;
- প্রতিটি সিএলসিতে শিক্ষার্থীদের সমিতির তহবিল দ্বারা আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন- সিএলসি'র চত্তরে সমবায় দোকান তৈরি, জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ, পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করা ইত্যাদি;
- স্থানীয় যুবদের সম্পৃক্ত করে প্রতিটি সিএলসিতে যুব ফোরাম গঠন, সভা করা ও এবং সিএলসি কার্যক্রম পরিচালনায় যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চত করা করানো এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে নেটওয়ার্ক সুদৃঢ় করা হয়;
- 'সামাজিক শিক্ষক' কর্মসূচি হিসেবে স্থানীয় যুবকেরা বাড়িতে গিয়ে গিয়ে বই পড়ানোর কার্যক্রম পরিচালনা করে;
- এলাকার ঐহিত্যবাহী লোকজ সংস্কৃতিগুলো চিহ্নিত করে স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতি চর্চাকারী জনগোষ্ঠীকে সিএলসিতে নিয়ে আসা এবং নিয়মিত চর্চার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সিএলসি'র উৎকর্ষতার জন্য লোকজ সংস্কৃতির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সহজ হয়। এছাড়া প্রতি ৩ মাসে প্রতিটি সিএলসি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় সহায়তায় উৎসব পালন করে;
- সিএলসি ম্যানেজিং কমিটি বা সিএমসি নিয়মিত সিএলসির সাথে যোগাযোগ রাখে এবং মাসিক সভায় সিএলসি'র সার্বিক উন্নয়নের ইস্যুতে ব্যাপক আলোচনা করে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে;
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়নের সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ প্রতিনিয়ত সিএলসির সাথে যোগাযোগ রাখেন, মাসিক সভায় উপস্থিত হন এবং সিএলসির উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ সবধরনের ব্যবস্থা নেয়;
- সিএলসিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা/কৃষি শিক্ষা এবং ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মধ্যেমে সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ জনসাধারণের হাতে পৌঁছানো হয়;
- সিএলসিতে দৈনিক সংবাদপত্র নেওয়া হয় এবং সংবাদপত্র পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করা হয়;
- সিএলসির সব কাজের রেকর্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলো সংরক্ষিত থাকে, যা যে কেউ চাইলেই যে কোনো তথ্য দেখতে পারেন;
- সিএলসি প্রয়োজন অনুযায়ী জরিপ পরিচালনা করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়া হয়।

এছাড়াও কমিউনিটির প্রয়োজনে যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সিএলসি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এনআরসি কী এবং কী কাজ করে:

ইউনিয়ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার (এনআরসি) হলো ইউনিয়নভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সম্বলিত একটি উপানুষ্ঠানিক শিখন কেন্দ্র। এটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। ইউনিয়নের তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সাথে, সাথে এনজিও, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাডভোকেসি ইস্যুতে সক্রিয়ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেবে। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন পরিষদে) পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় ও উন্নয়ন ঘটানো। এনআরসিগুলো যেসব কাজ করছে, তার কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো–

- স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন পরিষদে) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে ইউএনও, ইউপি, সিএমসি, কমিউনিটি, ইউডিসি এবং উশিব্যু'র যোগসূত্রীতা তৈরি করা;
- ইউনিয়ন সার্ভে এবং রিসোর্স ম্যাপিং;
- বাস্তব জীবনে কম্পিউটরের প্রয়োগসহ জীবন দক্ষতামূলক অন্যান্য প্রশিক্ষণ (চাহিদা অনুযায়ী) আয়োজন করা;
- এনআরসির জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রসামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ;
- নির্বাচিত দিন ইউপি দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহে ৩ দিন ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- উপজেলা শিক্ষা কমিটি, ইউপি, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও, ব্যবসায়িক প্রতিনিধি, সিএলসি-এনআরসি প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পর্যায়ে শিখন বিনিময় সভা আয়োজন;
- স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে প্রচারণা, যেমন- দেয়াল লিখন, বিল বোর্ড তৈরি, পোস্টারিং, মাইকিং ইত্যাদি;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য ইউনিয়নের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- ইউপি চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভায় একটি নিয়মিত এজেন্ডা হিসাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করা;
- সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিনে (মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ভিত্তিক) ধর্মীয় নেতার মাধ্যমে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে' আলোচনার জন্য ধর্মীয় নেতার উদ্বুদ্ধ করা;
- কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, তহবিল গঠন, শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন ও কর্মসংস্থানে সহায়তা, সিএলসি তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিএলসি এবং লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা এবং অধ্যয়ন চক্র পরিচালন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন;
- সামাজিক অডিট (ইউপি এবং সিএলসি স্তর) আয়োজন;
- খাসজমি পাওয়ার জন্য ভূমিহীনদের সাহায্য করা;
- ওপেন হাউস ডে (এনআরসি এবং সিএলসি পর্যায়ে) পালন;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসের গুরুত্ব জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরা ও দিবস পালন;

- ইউনিয়নে উন্নয়ন মেলা আয়োজন করে ইনোভেটিভ/উদ্ভাবনীমূলক কাজের ধারনা সম্প্রসারণ;
- সরকারি নিয়মানুসারে ইউডিসিসি সভা (ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা) আয়োজন এবং সভাকে ফলপ্রসূ করতে উদ্যোগ গ্রহণ;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির চর্চার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা দান;
- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দল কর্তৃক ক্যাম্প করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও চিকিৎসা (সিএলসি পর্যায়ে) আয়োজনে সহায়তা;
- অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সিএলসি এবং এনআরসি মূল্যায়ন এবং গ্রেড নির্ধারণ করে সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা দান;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মেলা আয়োজন;
- সিএলসি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজনে সহায়তা করা;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সামাজিক সচেতনতা কার্যকমে অংশগ্রহণে (সিএলসিতে) সহায়তা ;
- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিএলসি'র বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ (৩ মাসে ১ বার করে ৩টি সিএলসিতে ১২ বার করে);
- অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালন;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার (এনআরসি) কর্মীদের দ্বিমাসিক সভা আয়োজন ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- সিএলসি'র মাসিক সিএমসি সভায় অংশগ্রহণ এবং
- জেলা/উপজেলা শিক্ষা কমিটির সঙ্গে ইউপি, সিএমসি এবং সিএলসি যুব ফোরাম সদস্যদের সভা আয়োজন:
- এনআরসি ব্যবস্থাপনা কমিটি / ইউপি শিক্ষা স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে সম্পদ সংগ্রহ; ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নবর্ণীত ব্যক্তিগণের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে:

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), রংপুর, ০৫২১- ৬২২১২;

১। সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, রংপুর, ০৫২১-৬৫১৩৪;

২। মোঃ রহমত উল্লাহ্, প্রকল্প সমন্বয়কারী, আরডিআরএস বাংলাদেশ, ০১৭৩০৩২৮১১৮।